

## প্রজ্ঞাপনঃ ১৯৯৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পুলিশ শাখা ২

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯ ইং

নং সুম/পু-২/পদক-৩/৯৮/৬৪ পুলিশ বাহিনীর বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মামলা তদন্ত, তদন্ত সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম এবং দাফতরিক ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশংসনীয়, সৃজনশীল ও উদ্ভাবনমূলক অবদানের এবং দক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা ও শৃংখলামূলক আচরণের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার কর্তৃক স্মারকপত্রের পুলিশ পদক (পিপিএম) সেবা পদক প্রবর্তন করা হইল।

পদকের বিবরণ ও প্রাপ্যতার যোগ্যতা নিম্নরূপ হইবেঃ

১। পদকের নাম। এই পদক স্মারকপত্রের পুলিশ পদক (পিপিএম) সেবাচ নামে অভিহিত হইবে।

২। প্রাপ্তির যোগ্যতা। নিম্নবর্ণিত কাজের জন্য পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণকে এই পদক প্রদান করা যাইবেঃ

(ক) যাহারা বিগত সময়ে সৃজনশীল ও উদ্ভাবনমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পুলিশ বিভাগের কার্যক্রমের গতিশীলতা আনয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে বিভিন্ন দফতর ও শাখায় দৃশ্যমান অবদান রাখিয়াছেন।

(খ) যাহারা বিগত সময়ে গুরুত্বপূর্ণ মামলার তদন্ত করিয়া অথবা তদন্তকার্যে সহায়তা করিয়া রহস্য উদ্ঘাটনকরতঃ অপরাধীদের আইনের আওতায় সোপর্দের ব্যবস্থা করিয়া জনজীবনের নিরাপত্তা বিধান এবং যুগোপযোগী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া প্রবর্তনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ইউনিটের অপরাধ নিয়ন্ত্রণসহ অন্যান্য কাজ সম্পাদনে প্রশংসনীয় অবদান রাখিয়াছেন ;

(গ) যাহারা পুলিশ বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের দায়িত্বে থাকিয়া দক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা ও শৃংখলামূলক আচরণের মাধ্যমে সার্বিকভাবে পুলিশ বাহিনীর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়াছেন। এই পদক ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশের সুপারিশ সম্বলিত এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মহামান্য স্মারকপত্রের নিকট প্রেরিত প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রদান করা হইবে।

৩। স্মারকপত্রের পুলিশ পদক (পিপিএম)-সেবাচ-এর গঠন।-

(ক) ইহা ব্রোজ ধাতু দ্বারা তৈরি করা হইবে।

(খ) ইহার আকৃতি গোলাকার হইবে এবং ব্যাস ১২ ইঞ্চি হইবে।

(গ) ইহার সম্মুখভাগের উপরে স্মারকপত্রের পুলিশ পদক সেবাচ এবং জাতীয় ফুল শাপলা উৎকীর্ণ থাকিবে।

(ঘ) ইহার পশ্চাৎদিকে মধ্যভাগে পুলিশের মনোগ্রাম উত্তীর্ণ থাকিবে।

৪। স্মারকপত্রের পুলিশ পদক (পিপিএম)-সেবাচ রিবনের বিবরণ।

(ক) রিবনের দৈর্ঘ্য ৩০ মিঃ হইবে। রিবনের মধ্যভাগ সাদা, ইহার উভয় পাশে নীল, রং হইবে। প্রত্যেক রং-এর দৈর্ঘ্য সমান অর্থাৎ ১০ মিঃ মিঃ করিয়া হইবে।

(খ) ইহার প্রস্থ ১২ মিঃ মিঃ হইবে।

৫। পদকের ক্রমিক মান ও পরিধান পদ্ধতি - এই পদক বীরত্বের জন্য প্রদত্ত স্মারকপত্রের পুলিশ পদক"-এর কনিষ্ঠ হইবে এবং পোশাকে উক্ত পদের পরবর্তী স্থানে পরিধান করিতে হইবে। আর রিবন পরিধানের ক্ষেত্রেও একই জ্যেষ্ঠতা বজায় থাকিবে।

৬। বারসূচ। পুলিশ বাহিনীর কোন সদস্যকে একাধিক ভাল কাজের জন্য এই পদক একাধিকবার প্রদান করা যাইবে। মহামান্য স্মারকপত্রের সদয় সম্মতিক্রমে একাধিক পদক প্রাপ্তগণকে পদকের সংখ্যা অনুসারে বার প্রদান করা যাইবে।

৭। এই পদক প্রদান বাংলাদেশ গজেটে প্রকাশ করিতে হইবে এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি যেভাবে নির্দেশ প্রদান করিবেন সেই অনুযায়ী একটি রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণকরতঃ উহাতে এই পদক প্রাপ্তদের নাম তালিকাভুক্ত করিতে হইবে।

**৮। পদক প্রত্যাহার।**— ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্তৃক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে উত্থাপিত প্রস্তাব মোতাবেক প্রদত্ত পদক প্রত্যাহার করা যাইবে। মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুগ্রহপূর্বক ইচ্ছা করিলে প্রত্যাহারকৃত পদক পুনরায় প্রদান করিতে পারিবেন।

**৯। পদকের সংখ্যা।** প্রতি বছর এই পদকের সংখ্যা ৩০ (ত্রিশ)-এর অধিক হইবে না। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এই পদক সংখ্যা যথোপযুক্ত কারণে প্রয়োজন অনুসারে বাড়াইতে পারিবেন।

১০। প্রস্তাবিত রাষ্ট্রপতির পুলিশ পদক (পিপিএম)-সেবাচ বর্তমানে চালু রাষ্ট্রপতির পুলিশ পদক (পিপিএম)-সাহসিকতাচ-এর সমমর্যাদার হইবে। এই পদকে যাহাদের ভূষিত করা হইবে তাহারা রাষ্ট্রপতির পুলিশ পদক (পিপিএম)চ প্রাপ্তদের সমপরিমাণ এককালীন ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা এবং ভাতা হিসাবে প্রতিমাসে ১০০ (একশত) টাকা প্রাপ্ত হইবেন।

১১। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সফিউর রহমান

সচিব

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং প্রশাসন/১৪-৯৯/৫৬৩ (১৪৫)

তারিখঃ ২/০৩/৯৯

প্রতি,

১। .....\*

২০।.....\*

বিষয়ঃ **উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাগণের পদবী লিখন প্রসঙ্গে।**

পুলিশ বিভাগের বিভিন্ন ইউনিট/কার্যালয় হইতে উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাগণের বিভিন্ন ধরনের পদবী লিখনের বিষয়ে অত্র হেডকোয়ার্টার্সে পর্যালোচনা করা হয়। সকল অফিস হইতে একই ধরনের পদবী লিখার বিষয়টি নিশ্চিতকল্পে উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাগণের পদবী নিম্নরূপ লিখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

এমতাবস্থায় উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাগণের পদবী গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক লিখনের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হইলঃ

১। ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ। ইংরেজিতেঃ ওহংঢ়বপঃডুৎ এবহবৎধষ ড়ভ চড়ষরপব, ইধহমষধফবংয, উযধশধ.

২। এডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল অথবা অতিরিক্ত আইজি, আরএন্ডটি/প্রশাসন/অর্থ বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা। ইংরেজিতেঃ অফফরঃরড়হধষ ওহংঢ়বপঃডুৎ এবহবৎধষ ড়ভ চড়ষরপব, জ্ এঃ/অ্ ও/ঋ্ উ ইধহমষধফবংয, উযধশধ.

৩। এডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল অথবা অতিরিক্ত আইজি, সিআইডি/এসবি বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা। ইংরেজিতেঃ অফফরঃরড়হধষ ওহংঢ়বপঃডুৎ এবহবৎধষ ড়ভ চড়ষরপব, ঙ্গওউ/ঝই ইধহমষধফবংয, উযধশধ.

৪। ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অথবা ডিআইজি (ক্রাইম/এফএন্ডও/এএন্ডডি/ আরএন্ডটি) বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা। ইংরেজিতেঃ উবটুঃ ওহংঢ়বপঃডুৎ এবহবৎধষ ড়ভ চড়ষরপব, ঙ্গরসব/অ্ ও/ ঋ্ উ/জ্ এঃ, ইধহমষধফবংয, উযধশধ.

গেডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অথবা ডিআইজি (ঢাকা রেঞ্জ/চট্টগ্রাম রেঞ্জ/রাজশাহী রেঞ্জ/খুলনা রেঞ্জ/বরিশাল রেঞ্জ/সিলেট রেঞ্জ/রেলওয়ে রেঞ্জ/এপিবিএনস, বাংলাদেশ পুলিশ.....) ইংরেজিতেঃ উবটুঃ ওহংঢ়বপঃডুং এবহবৎধষ ডুভ চড়ষরপব, উযধশধ জধহমব/ঈযরঃঃধমডুহম জধহমব/জধলংযধযর জধহমব/কযঁযহধ জধহমব/ ইধৎরংধষ জধহমব/ঝুযযবঃ জধহমব/জধরযধি জধহমব/অচইঘং. ইধহমযধফবংয.....)

৬।এসিস্ট্যান্ট ইন্সপেক্টর জেনারেল অথবা এআইজি (সংস্থাপন/গোপনীয়.....) বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা। ইংরেজিতেঃ অংরংঃধঃ ওহংঢ়বপঃডুং এবহবৎধষ ডুভ চড়ষরপব (উংঃঃঈডুহ/...) ইধহমযধফবংয, উযধশধ.

৭। বিশেষ পুলিশ সুপার (প্রশাসন/.....), স্পেশাল ব্রাঞ্চ/সিআইডি বাংলাদেশ, পুলিশ, ঢাকা। ইংরেজিতেঃ ঝাঢ়বপরধষ ঝাঢ়বৎরহঃবহফবহঃ ডুভ চড়ষরপব (অফসরহ/...) ঝাঢ়বপরধষ ইংধহপয/ঈওউ, ইধহমযধফবংয, উযধশধ.

৮।পুলিশ সুপার, ইংরেজিতেঃ ঝাঢ়বৎরহঃবহফবহঃ ডুভ চড়ষরপব .....

স্বাক্ষর

(এম. এ. আজিজ সরকার)

এআইজি (প্রশাসন),

বাংলাদেশ পুলিশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

ফোনঃ ৯৫৬৬৬৭৭

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

নং অডিট/১৯-৯৪/১৩৯০

তারিখঃ ৩/৮/৯৯

### পরিপত্র

বিষয়ঃ পুলিশ কর্মকর্তাগণের ভবিষ্য তহবিল হইতে বিভিন্ন অগ্রিম/ চূড়ান্তভাবে অর্থ উত্তোলন প্রসঙ্গে।

লক্ষ্য করা যাইতেছে, পুলিশ কর্মকর্তাগণের ভবিষ্য তহবিল হইতে ফেরতযোগ্য/ অফেরতযোগ্য অগ্রিম এবং চূড়ান্তভাবে অর্থ উত্তোলনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান রীতি অনুযায়ী আবশ্যিকভাবে যেই সমস্ত কাগজপত্র প্রস্তাবের সহিত প্রেরণ করা প্রয়োজন, তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রস্তাবের সহিত পাওয়া যায় না। ফলে, প্রস্তাবে প্রশাসনিক মঞ্জুরী দান বিলম্বিত হওয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হয়রানির শিকার হইয়া থাকেন। এই অবস্থা দূরীকরণার্থে পলি হেডকোয়ার্টারের স্মারক নং অডিট ৩৮-৯৫/১০৭৫ (১০৬), তারিখ ৭-৬-৯৮ মূল সকল ইউনিটে দিক-নির্দেশনা প্রেরণ করা হইয়াছিল। কিন্তু আলোচ্য বিষয়সমূহের অনেক ক্ষেত্রেই তাতা প্রতিপালিত হইতেছে না।

এমতাবস্থায় ভবিষ্য তহবিল হইতে অগ্রিম ও চূড়ান্তভাবে অর্থ উত্তোলনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসহ প্রস্তাব প্রেরণ নিশ্চিত করিতে পুনরায় আদিষ্ট হইয়া সকলকে অনুরোধ করা যাইতেছেঃ

### ক. ফেরতযোগ্য অগ্রিমঃ

- ১। নির্ধারিত ফরমে আবেদন।
- ২। সাদা কাগজে আবেদন (অগ্রিম মঞ্জুরী যদি বিশেষ বিবেচনায় প্রয়োজন হয়)
- ৩। হিসাব স্লিপ
- ৪। কর্তৃপক্ষের সুপারিশ

### খ. অফেরতযোগ্য অগ্রিম

- ১। নির্ধারিত ফরমে আবেদন

- ২। সাদা কাগজে আবেদন
- ৩। হিসাব স্লিপ
- ৪। আবেদনকারীর জন্ম-তারিখ।
- ৫। কর্তৃপক্ষের সুপারিশ

**গ. চূড়ান্ত উত্তোলন (জীবিতদের ক্ষেত্রে)।**

- ১। সাদা কাগজে আবেদন
- ২। এলপিআর প্রজ্ঞাপন
- ৩। ৬৬৩ নং ফরমে তথ্যাদি
- ৪। হিসাব স্লিপ
- ৫। কর্তৃপক্ষের সুপারিশ।

**ঘ. চূড়ান্ত উত্তোলন (মৃতদের ক্ষেত্রে)**

- ১। মৃতের উত্তরাধিকার কর্তৃক সাদা কাগজে আবেদন
- ২। মৃত্যুর অফিস আদেশ
- ৩। ৬৬৩ নং ফরমে তথ্যাদি
- ৪। নমিনি সংক্রান্ত তথ্যাদি।
- ৫। উত্তরাধিকার সনদপত্র
- ৬। হিসাব স্লিপ

স্বাক্ষর  
(সৈয়দ মনিরুল ইসলাম)  
এআইজি (অর্থ) বাংলাদেশ পুলিশ  
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।**

স্মারক নং-পিএন্ডআর/১২২-৯২/৮৭৯(১০২)

তারিখঃ ৬/১২/৯৯

প্রতি,

১।.. \*

১২।. \*

বিষয়ঃ বাংলাদেশ ফরম - ২৪০৩ পূরণের/- মাধ্যমে পুলিশ কর্মকর্তাদের দায়িত্ব গ্রহণ/অর্পণ প্রসঙ্গে।

সূত্র ও পুলিশ হেঃ কোঃ স্মারক নং-পিএন্ডআর/১২২-৯২/৫১১ (১০২) তাং-২১-৬-৯৯।

সূত্রে উল্লেখিত বিষয়ে সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাইতেছে, সংশ্লিষ্ট ফরম পূরণের সময় পুলিশ কর্মকর্তাগণ শুধু অনুস্বাক্ষর (ওহরঃরধঃ) করিয়া সীল দিয়া থাকে। যাহার ফলে দায়িত্বভার গ্রহণ/অর্পণকারী পুলিশ কর্মকর্তাগণের পূর্ণাঙ্গ নাম স্পষ্ট বুঝা যায় না বিধায় পুলিশ গেজেট প্রস্তুত করিতে বিশেষ অসুবিধা হয়।

এমতাবস্থায়, পুলিশ গেজেট প্রস্তুত করিবার সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট ফরমটিতে দায়িত্বভার গ্রহণ/অর্পণকারী কর্মকর্তাগণের পূর্ণ নাম স্পষ্ট করিয়া (পদবীসহ) লিখিয়া সীলমোহর প্রদান পূর্বক প্রেরণ করিতে পুনরায় আপনার অধীনস্থ কর্মকর্তাগণকে নির্দেশ প্রদান করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

স্বাঃ

এআইজি (পিএডআর)।

বাংলাদেশ, পুলিশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

### স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

#### পুলিশ শাখা ২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২২ অগ্রহায়ণ ১৪০৬ বঃ/৬ ডিসেম্বর ১৯৯৯

নং স্বম/পু-২/পদক-৩/৯৮/৬৪৪ পুলিশ বাহিনীর বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মামলা তদন্ত, তদন্ত সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম এবং দাফতরিক ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশংসনীয়, সৃজনশীল ও উদ্ভাবনমূলক অবদানের এবং সততা, দক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও শৃঙ্খলামূলক আচরণের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার কর্তৃক “বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম) সেবাচ পদক প্রবর্তন করা হইল।

পদকের বিবরণ ও প্রাপ্যতার যোগ্যতা নিম্নরূপ হইবেঃ

১। পদকের নামা-- এই পদক “বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম)-সেবাচ নামে অভিহিত হইবে।

২। প্রাপ্তির যোগ্যতানিম্নবর্ণিত কাজের জন্য পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণকে এই পদক প্রদান করা যাইবেঃ

(ক) যাহারা বিগত সময়ে সৃজনশীল ও উদ্ভাবনমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পুলিশ বিভাগের ক্যাক্রমে গতিশীলতা আনয়ন অথবা দক্ষতা বৃদ্ধি অথবা উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে বিভিন্ন দফতর ও শাখায় দৃশ্যমান অবদান রাখিয়াছেন ;

(খ) যাহারা বিগত সময়ে রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ মামলার তদন্ত করিয়া রহস্য উৎঘাটনকরতঃ অপরাধীদের আইনের আওতায় সোপর্দের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

(গ) যোগ্যযোগী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া প্রবর্তনের মাধ্যমে অপরাধ নিয়ন্ত্রণসহ অন্যান্য কাজ সম্পাদনে প্রশংসনীয় অবদান রাখিয়াছেন।

(ঘ) যাহারা বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের দায়িত্বে থাকিয়া দক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠতা ও শৃঙ্খলামূলক আচরণের মাধ্যমে সার্বিকভাবে পুলিশ বাহিনীর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়াছেন।

এই পদক ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশের সুপারিশ সম্বলিত এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরিত প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রদান করা হইবেঃ

#### ৩। বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম)-সেবাচ-এর গঠন।

(ক) ইহা ব্রোঞ্জ ধাতু দ্বারা তৈরি করা হইবে।

(খ) ইহার আকৃতি গোলাকার হইবে এবং ব্যাস ১ ইঞ্চি হইবে।

(খ) ইহার সম্মুখভাগের উপরে “বাংলাদেশ পুলিশ পদক-সেবাচ এবং জাতীয় ফুলা

(গ) শাপলা উত্তীর্ণ থাকিবে।

(ঘ) ইহার পশ্চাদিকে মধ্য ভাগে পুলিশের মনোগ্রাম উত্তীর্ণ থাকিবে।

#### ৪। বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম)-সেবাচ রিবনের বিবরণ।

(ক) রিবনের দৈর্ঘ্য ৩০ মিঃ মিঃ হইবে, রিবনের মধ্যভাগা সাদা ও ইহার উভয় পাশে হলুদ রং হইবে। প্রত্যেক রং-এর দৈর্ঘ্য সমান অর্থাৎ ১০ মিঃ মিঃ করিয়া হইবে।

(খ) ইহার প্রস্থ ১২ মিঃ মিঃ হইবে।

৫। পদকের ক্রমিক মান ও পরিধান পদ্ধতি। এই পদক বীরত্বের জন্য ইতোপূর্বে প্রদত্ত বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম)-সাহসিকতাচ-এর কনিষ্ঠ হইবে। পোশাকে এই পদক বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম)-সাহসিকতাচ-এর পরবর্তী স্থানে এবং রাষ্ট্রপতির পুলিশ পদক (পিপিএম)-সাহসিকতাচ-এর পূর্ববর্তী স্থানে পরিধান করিতে হইবে। ইহার রিবন পরিধানের ক্ষেত্রেও একই জ্যেষ্ঠ্যতা বজায় থাকিবে।

৬। বারসমূহ। পুলিশ বাহিনীর কোন সদস্যকে একাধিক ভাল কাজের জন্য এই পদক একাধিকবার প্রদান করা যাইবে। মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় সম্মতিক্রমে একাধিক পদকপ্রাপ্তগণকে পদকের সংখ্যা অনুসারে বাল্ল প্রদান করা যাইবে।

৭। এই পদক প্রদান বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি যেভাবে নির্দেশ প্রদান করিবেন সেই মোতাবেক একটি রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণকরতঃ উহাতে এই পদকপ্রাপ্তদের নাম তালিকাভুক্ত করিতে হইবে।

৮। পদক প্রত্যাহার।- ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্তৃক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে উত্থাপিত প্রস্তাব মোতাবেক প্রদত্ত পদক প্রত্যাহার করা যাইবে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি অনুগ্রহপূর্বক ইচ্ছা করিলে প্রত্যাহারকৃত পদক পুনরায় প্রদান করিতে পারিবেন।

৯। পদকের সংখ্যা। প্রতি বছর এই পদকের সংখ্যা ১০ (দশ)-এর অধিক হইবে না। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এই পদক সংখ্যা যথোপযুক্ত কারণে প্রয়োজন অনুসারে বাড়াইতে পারিবেন।

১০। বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম)-সেবাচ বর্তমান সাহসিকতাপূর্ণ কাজের জন্য চালু বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম)-সাহসিকতাচ-এর সমমর্যাদার হইবে। এই পদকে যাহাদের ভূষিত করা হইবে তাহারা সাহসিকতাপূর্ণ কাজের জন্য চালু বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম) সাহসিকতাচ প্রাপ্তদের সমপরিমাণ এককালীন ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা এবং ভাতা হিসাবে প্রতিমাসে ২০০ (দুইশত) টাকা প্রাপ্ত হইবেন।

১১। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে  
সফিউর রহমান  
সচিব।

### গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং এস/৫-৯৮/৩১৮১(৬)

তারিখ: ৮/১২/৯৯

বরাবর,

ডিআইজি

বাংলাদেশ পুলিশ

ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী/সিলেট রেঞ্জ/রেলওয়ে রেঞ্জ।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হইতে প্রাপ্ত স্মারক নং স্বঃমঃ/পু ১/পিপি-৩/৯৭ (অংশ)/৭৫১ তাং ৬/১২/৯৯-এর আলোকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দেশে ভ্রমণকালে সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ ডিআইজিগণের উপস্থিত থাকা সংক্রান্ত এখন হইতে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো যাইতেছেঃ

১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জেলা সফরকালীন সময়ে তাঁহার সরকারি সফরসূচি মোতাবেক আবশ্যিকভাবে সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ ডিআইজিগণ উপস্থিত থাকিবেন এবং নির্ধারিত অনুষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণ করিবেন।

২। অনুরূপভাবে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সরকারি সফরসূচি মোতাবেক সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ ডিআইজিগণ উপস্থিত থাকিবেন।

স্বাক্ষর

(মাহমুদ শাহজাহান)

এআইজি (গোপনীয়), বাংলাদেশ পুলিশ

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা

স্মারক নং

তারিখ/১২/৯৯

অনুলিপি অবগতির জন্য প্রেরণ করা হইলঃ

১। সচিব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

(মাহমুদ শাহজাহান)

এআইজি (গোপনীয়)

পক্ষে/ইন্সপেক্টর জেনারেল

বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা

ফোনঃ ৯৫৬৩২৩৫

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

পরিপত্র নং ৩/৯৯

বিষয়ঃ মামলার বিচারকালে পুলিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক আদালতে সাক্ষ্য

প্রদান ও সাক্ষী হাজিরকরণ প্রসঙ্গে মামলার সুষ্ঠু তদন্ত শেষে অভিযোগপত্র দাখিল করা এবং আদালতে বিচারকালে সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপনপূর্বক বিচারকার্য পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে প্রকৃত অপরাধীদের বিরুদ্ধে শাস্তি বিধান নিশ্চিত করা পুলিশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। [বাংলাদেশ] ফৌজদারি কার্যবিধির ১৭১ ধারা মতে, আদালতে সাক্ষী হাজির করিবার দায়িত্ব এককভাবে পুলিশের উপর অর্পিত হইয়াছে। পুলিশ এই দায়িত্ব যথাসময়ে সঠিকভাবে পালন না করিলে আদালতে মামলা খারিজ হইয়া যায়। ফলে প্রকৃত অপরাধীরা বিচারে খালাস পায় এবং সমাজে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় বিভিন্ন ধরনের অপরাধ সংঘটন করিয়া জনজীবনে অশান্তি সৃষ্টি করে।

উদ্বেগের সহিত পরিলক্ষিত হইতেছে, বিভিন্ন মামলার তদন্ত কর্মকর্তাগণ তদন্ত শেষে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিলের পর আদালত কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে প্রায়শঃই সাক্ষ্য প্রদানের জন্য হাজির হন না। তদন্তকারী কর্মকর্তা পর পর কয়েকটি তারিখে আদালতে হাজির না হওয়ার কারণে আদালত কর্তৃক আইজিপি এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবরে সমন/গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয়, যাহা কাঙ্ক্ষিত নয়। ইহার ফলে বিচারকার্যে যেমন বিঘ্নতা সৃষ্টি হয় তেমনি এহেন কার্যকলাপে পুলিশ বিভাগের ভাবমূর্তিও বিনষ্ট হয়।

আদালত কর্তৃক মামলা নিষ্পত্তি হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী অফিসারগণের নির্ধারিত তারিখে সাক্ষ্য প্রদান অপরিহার্য কেননা বাদী ও সংশ্লিষ্ট সাক্ষীগণের মত একমাত্র তদন্তকারী কর্মকর্তাই ঘটনা সংক্রান্ত সবকিছু অবগত থাকেন। এমতাবস্থায় তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক আদালতে সাক্ষ্য প্রদানের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও মামলার সুষ্ঠু বিচারের স্বার্থে পুলিশ অফিসার কর্তৃক আদালতে সাক্ষী প্রদান ও সাক্ষী হাজিরকরণ নিশ্চিত করণার্থে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইলঃ

- (১) সাক্ষী হাজির করিবার জন্য আদালত হইতে গৃহীত সমন ও গ্রেফতারী পরোয়ানা পাওয়ার পরপরই সমন জারি ও ওয়ারেন্ট তামিল করিতে হইবে। এই কাজে কোন পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তব্য পালনে অবহেলা ও ত্রুটি করিলে তাহাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।
- (২) মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তাসহ অন্যান্য পুলিশ সদস্য কোন মামলায় সাক্ষী হইলে তাহাকে অবশ্যই নির্ধারিত তারিখে আদালতে হাজির হইয়া সাক্ষ্য প্রদানে বাধ্য করিতে হইবে। সুনির্দিষ্ট কারণ ব্যতিরেকে সাক্ষ্য প্রদানে ব্যর্থ কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।
- (৩) পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আদালতে যথাসময়ে সাক্ষ্য প্রদান নিশ্চিত করিবার সুবিধার্থে প্রত্যেক ইউনিটের রিজার্ভ অফিসে সংরক্ষিত মাস্টাররোল নামক রেজিস্টারে ইউনিটে কর্মরত সকল পুলিশ সদস্যদের স্থায়ী ও অস্থায়ী পূর্ণ ঠিকানা ও সর্বশেষ বদলীর ঠিকানা লিখিয়া রাখিতে হইবে যাহাতে কোন পুলিশ সদস্য চাকুরী হইতে অবসরগ্রহণ করিলেও তাহাদের ঠিকানায় সাক্ষীর সমন/ওয়ারেন্ট প্রেরণপূর্বক কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- (৪) পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, সিআইডি, এসবি ও রেঞ্জ অফিসের মাধ্যমে যেই সকল পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিয়োগ/বদলী হয় তাহাদের সর্বশেষ কর্মস্থান/বাসস্থানের স্থায়ী ও অস্থায়ী ঠিকানা মাস্টাররোল নামক একটি রেজিস্টারে লিখিয়া রাখিতে হইবে যাহাতে সাক্ষীর সমন/ওয়ারেন্ট-এর উপর কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট পুলিশ সদস্যকে সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় এবং সাক্ষ্য প্রদানের বিষয়টি যথাসময়ে নিশ্চিত করা যায়। অনুচ্ছেদ ৩ ও ৪-এ প্রদত্ত আদেশ বাস্তবায়ন করা হইতেছে কিনা সেই মর্মে এআইজি (অর্থ) সকল ইউনিট হইতে ষান্মাসিক ও বার্ষিক প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ করিবেন।
- (৫) কোন তদন্তকারী অফিসার এক ইউনিট হইতে অন্যত্র বদলীসূত্রে যাওয়ার পূর্বে ঐ ইউনিটে তিনি যেই সমস্ত তদন্ত করিয়াছেন তাহার একটি তালিকা (মামলা নম্বর, তারিখ, ধারা ও থানার নামসহ) একটি স্থায়ী রেজিস্টারে নিজে লিখিয়া যাইবেন। উক্ত রেজিস্টারে তদন্তকারী কর্মকর্তার পরবর্তী কর্মসংস্থান ও স্থায়ী বাসস্থানের ঠিকানাও লিখিয়া যাইবেন যাহাতে সহজেই তাহার নিকট সমন/ওয়ারেন্ট পাঠাইয়া কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।
- (৬) সকল ইউনিট প্রধানকে এই পরিপত্র প্রাপ্তি স্বীকার ও ইহাতে প্রদত্ত আদেশসমূহ বাস্তবায়ন করা হইতেছে কিনা তদসংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র প্রেরণ করিবার জন্য অনুরোধ জানানো যাইতেছে।

স্বাঃ

(আবদুর রহিম খান পিপিএম)

এডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল (এএডও)।

বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।

স্মারক নং অপরাধ/৫৩-৯৮ (সাধারণ)/৪১৮৫ (৯০)

তারিখঃ ৩১/৮/৯৯

১।\*

১০। ..\*

স্বাঃ

(মাহমুদ শাহজাহান)

এআইজি (ক্রাইম-১),

বাংলাদেশ পুলিশ

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।